যুগান্তর

তারিখ ... ১৬/৫/১৪ ...
পৃষ্ঠা – ৫ ... কলাম ৩ ...

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র

বরিশাল ব্যুরো

বাস থামানো নিয়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শ্রমিক, পুলিশ ও র‌্যাবের ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটেছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সংঘর্ষে দপদপিয়া ব্রিজের পূর্বপ্রান্তে বরিশাল সদর উপজেলার কর্ণকাঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ফলে বন্ধ হয়ে যায় বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে যান চলাচল। পুলিশের শটগানের গুলি, টিয়ার শেল এবং শিক্ষার্থী ও বাস শ্রমিকদের ইট-পাটকেল নিক্ষেপে আহত হয় র‌্যাব, পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ অন্তত ১৫ জন। আহতদের মধ্যে র‌্যাবের হাবিলদার আসাদ, পুলিশের কনস্টেবল সিদ্দিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অনুকে শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র নাঈম উদ্দিন মিঠু তার এক সহপাঠীর সঙ্গে বৃহস্পতিবার সকালে রূপাতলী বাস টার্মিনাল থেকে পটুয়াখালীগামী একটি বাসে করে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। শিক্ষার্থী ও বাস শ্রমিকদের মধ্যে বুধবারের অপ্রীতিকর ঘটনার পর বৃহস্পতিবার ওই দুই শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে নামতে চাইলে বাস শ্রমিকরা স্টপেজ নেই বলে রণক্ষেত্র : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

রণক্ষেত্র : ক্যাম্পাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অদূরে বরিশাল-ভোলা সড়কের মোড়ে তাদের নামিয়ে দেয়। এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা বাদানুবাদে লিপ্ত হলে ওই বাসের হেলপার এক পর্যায়ে তাদের মারধর করে। অন্য শিক্ষার্থীরা এই খবর জানতে পারলে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ক্যাম্পাসের সামনে বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে ইট ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করে। ফলে বরিশাল-পটুয়াখালী ও বরিশাল-ভোলা রুটের অসংখ্য যানবাহন সড়কের দু'প্রান্তে আটকা পড়ে। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে, বাস ভাড়া কমানো, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে স্টপেজ, স্পিড ব্রেকার স্থাপন ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ না করার দাবিতে তারা সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন চালাচ্ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধ তুলে নিতে বললে তারা দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। কিন্তু পুলিশ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার শুরু করে। এমনকি তারা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ করে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে। একপর্যায়ে তারা শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ শুরু করলে শিক্ষার্থীরাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলে পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুরু হয় সংঘর্ষ। বাস মালিক-শ্রমিকরা এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং এলাকাটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। একদিকে শিক্ষার্থী অপরদিকে পুলিশ ও বাস মালিক-শ্রমিক। এর সঙ্গে যোগ দেয় র‌্যাব। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শটগানের গুলি ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দাবি করে, পুলিশের গুলিতে তাদের ১০-১২ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। এদের মধ্যে আইন অনুষদের ছাত্র অনুকে শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুপুর ১টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে। মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) আবদুর রউফ খান সাংবাদিকদের জানান, খবর পেয়ে তিনি ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। এ সময় ছাত্ররা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে র‌্যাবের হাবিলদার আসাদের মাথা ফেটে যায়। সিদ্দিক নামের এক পুলিশ কনস্টেবলের হাতের আঙুল থেঁতলে যায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শটগানের গুলি ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. হারুনর রশিদ খান সাংবাদিকদের জানান, বুধবার এক শিক্ষার্থীকে মারধর করার পর ওই দিনই বাস শ্রমিকরা ক্ষমা চাওয়ায় বিষয়টি স্বাভাবিক হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার আবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেছে তারা। তার ওপর পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ ও গুলি ছুড়ে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করেছে। বিষয়টি তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন বলে জানান।